

## মানহাজ (আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নিত্য নতুন মানহাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উপকারী জবাব রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

প্রশ্ন-৮৬ : ঐক্য গঠন এবং নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে হকদার ব্যক্তি কে?

উত্তর : সাধারণ মুসলিমদের উপর যাদের নির্দেশনা শ্রবণ ও আনুগত্যের হক রয়েছে তারাই উলুল আমর। তারা হলেন শাসকবর্গ এবং আলিমগণ। আল্লাহর অবাধ্যতামূলক নির্দেশের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহ তা আলা বলেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। (সুরা আন নিসা, আয়াত নং ৫৯)।

উলুল আমরগণের আনুগত্যের মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মতানৈক্য ও মতবিরোধ দূরীভূত হয়। পরিনন্দুক এবং মুনাফিকদের অনুগত্য করা জায়েয় নয়।[1] আল্লাহ তা আলা বলেন,

হে নাবী, আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফির এবং মুনাফিকদের অনুসরণ করো না। (সূরা আহ্যাব আয়াত নং ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক শপথকারী লাঞ্ছিত। পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখোর, ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালজ্মনকারী অপরাধীদের। (সূরা আল কলাম আয়াত নং ১০-১২)

[1]. এই আনুগত্য বর্তমানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর আনুগত্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা তাদের নেতা ও দলপতির হাতে বাই'আত গ্রহণের পর শাসকের আনুগত্য পরিত্যাগ করলেও দলীয় নেতার আনুগত্য বর্জন করে না। অনেকে আবার এই দলীয় বিদাতী বাই'আতের প্রচার-প্রসার করে থাকে।

'ইসলাম ও ফিরকাবাজী' ক্যাসেটের বক্তা বলেন, কিছু ইসলামী জামাত যে বাই'আত নেয় আমি যতটুকু দেখেছি, এটা এক বিশেষ ধরণের ইজতিহাদ বা গবেষণা বলে মনে হয়েছে। আমার মনে এ বাই'আত কারো উপর ওয়াজিব নয়। তাদের কিছু কাজ-কারবার আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়েছে। কেননা এটা মান্নত করার মত আবশ্যক নয় এমন কাজকে নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া। আমার মতে তাদের কিছু কাজ মাকরুহে তানিযিহী।



👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন